নাম-মাহাত্ম্য

বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি আদি সমস্ত শাস্ত্রেই নামের অসাধারণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। নামের মাহাত্ম্যের কথা জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, হেলাতেই হউক কি শ্রদ্ধার সহিতই হউক, নামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হউক, কি না রাখিয়াই হউক, এমন কি নামীকে গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যেও যদি হয় হউক—যে কোনও ভাবেই হউক, নামের সহিত জিহ্বার স্পর্শ হইলেই নামের ফল পাওয়া যাইতে পারে। যে কোনও প্রকারেই হউক, দেহের কোনও অংশের সহিত জ্বলন্ত কয়লার স্পর্শ হইলেই যেমন সেই অংশ পুড়িয়া যাইবে, তদ্রূপ। ইহা নামের বস্তুগত শক্তি; তাই স্বীয় ফল-প্রকাশ-বিষয়ে নামগ্রহণকারীর বুদ্ধি বা জ্ঞান, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

নামাভাস। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী যখন নীলাচলে, তখন একদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল টোটাগোপীনাথের অঙ্গনে। প্রভু শ্রীপাদ সনাতনকেও মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য সেখানে আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বান পাইয়া সনাতন আনন্দে আত্মহারা, তিনি দেহানুসন্ধান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সমুদ্রপথে তিনি গোপীনাথে গেলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, মধ্যাহ্ন-সময়। প্রখর সূর্য্যকিরণে পথের বালি তাতিয়া আগুনের মত হইয়াছে। সনাতনের পায়ে ফোস্কা হইল, কিন্তু বাহ্যস্মৃতিহীন বলিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; প্রভু যখন দেখাইয়া দিলেন, তখন তিনি টের পাইলেন। পথের প্রতি লক্ষ্য ছিলনা বলিয়া পথের বালির উত্তাপ সনাতনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ইহা উত্তাপের বস্তুগত ধর্ম্ম। তদ্রূপ, নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেহ নাম উচ্চারণ করিলেও নাম তাঁহাকে কৃপা করিবেন—নামের বস্তুগত-শক্তিবশতঃ। তার সাক্ষী অজামিল। অজামিল পাপকার্য্যে সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন—এক দাসীর সঙ্গে। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের নাম ছিল নারায়ণ। বৃদ্ধকালে অন্তিম-সময়ে যমদূত আসিয়া উপস্থিত, ভয়ে বিহ্বল হইয়া তিনি শিশুটীর নাম করিয়া চীৎকার দিতে লাগিলেন। নারায়ণ-নাম তাঁহার জিহ্বাকে স্পর্শ করিল—পথের বালির উত্তাপ যেমন শ্রীপাদ সনাতনের চরণস্পর্শ করিয়াছিল, তদ্রূপ। বাস্তবিক যিনি নারায়ণ, বৈকুণ্ঠাধিপতি, তাঁহার প্রতি অজামিলের লক্ষ্য নাই—পথের তপ্ত বালির প্রতি যেমন শ্রীপাদ সনাতনের লক্ষ্য ছিল না, তদ্রূপ। তথাপি কিন্তু পুত্রের উপলক্ষ্যে উচ্চারিত নারায়ণ-নামও অজামিলের প্রতি কৃপা করিলেন, তাঁহার আজন্ম-সঞ্চিত পাপ নষ্ট করিলেন—সনাতনের অজ্ঞাতসারেও যেমন বালির উত্তাপ তাঁহার চরণে ফোস্কা জন্মাইল, তদ্রূপ। অজামিলের যে পাপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা অজামিল বুঝিতে পারিলেন তখন, যখন তাঁহার সম্বন্ধে বিষ্ণুদূত ও যমদূতদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলিতেছিল—শ্রীপাদ সনাতন যেমন তাঁহার ফোস্কার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন তখনমাত্র, যখন প্রভু তাহা দেখাইয়া দিলেন। নামের বস্তুগত শক্তি, স্বরূপ-গত শক্তি—নামীর প্রতি অজামিলের লক্ষ্য না থাকা সত্ত্বেও,—তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অজামিলের ন্যায় নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নাম উচ্চারণ করাকে বলে নামাভাস। আভাসটা বাস্তবিক নামের নয়, নাম স্বীয় মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া ঠিক ভাবেই বিরাজিত,—পথিমধ্যস্থ উত্তপ্ত বালির ন্যায় বা প্রচ্ছন্ন জ্বলন্ত কয়লার ন্যায়। আভাস হইতেছে মাত্র লক্ষ্যের—নামীর দিকে লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য রহিয়াছে অন্য দিকে; তাই আভাস। নাম যে স্বীয় মহিমায় বিরাজিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ফলের দ্বারা।

নাম স্বপ্রকাশ, পরমস্বতন্ত্র। কিন্তু নামের এই স্বরূপগত বা বস্তুগত শক্তির হেতু কি? আগুনের যেমন দাহিকা শক্তি, নামেরও তদ্রূপ সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণী শক্তি, মুক্তি-দায়িনী শক্তি। কিন্তু কেন? বস্তুগত-শক্তি সম্বন্ধে কেন বলা চলে না; কিন্তু নাম-সম্বন্ধে কেন বলিয়া যেন এক পদ অগ্রসর হওয়া যায়; তারপর অগ্রগতি বন্ধ।

নাম এবং নামী এই দুই অভিন্ন; ইহাও স্মৃতি-শ্রুতি সম্মত কথা। নামী—ভগবান্—যেমন চিদানন্দ-স্বরূপ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ; নামও তদ্রূপ চিদানন্দস্বরূপ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ। চিদানন্দ বলিয়া নামীরই মতন নাম স্বপ্রকাশ এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেকে বা নিজের মহিমাকে প্রকাশ করিতে নাম অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না—নাম-গ্রহণকারীর চিত্তের অবস্থা, মনের লক্ষ্য, এসমস্তের কোনও অপেক্ষাই রাখে না। তাই কোনও রকমে একবার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নামের স্পর্শ হইলেই নামের ফল পাওয়া যায়।

পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নামও পরম-স্বতন্ত্র; তাই স্বীয় ফল-প্রকাশের ব্যাপারে নাম কোনও বিধি-নিষেধের, দেশ-কাল-পাত্রদশাদির অপেক্ষা রাখে না। "নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ হ, ভ, বি, ২০৪॥"

নাম সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ॥ ৩.২০.১৩-১৫॥" স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন অনন্ত-স্বরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ তাঁহার নামও অনন্ত-স্বরূপে বিরাজিত। ভগবানের অনন্ত নাম; যাঁহার যে নামে রুচি হয়, তিনি সেই নামই কীর্ত্তন করিতে পারেন। সকল নামেরই সমান শক্তি। একথা শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন। "সর্ব্বার্থ-শক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥ সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ। সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥ ১১।১৩৪॥ সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ॥ ১১।১৩৮॥—ভগবান্ দেবদেব চক্রধারী সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; অতএব স্বীয় অভিরুচি অনুসারে প্রত্যেকেরই তাঁহার যে নাম ইচ্ছা কীর্ত্তন করা উচিত। পরব্রহ্ম হরির এই নামসকল একার্থবোধক; সুতরাং সকল নামেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাঁহার সকল নামই লোকের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদান করিয়া থাকে।"

ভগবান্ যে তাঁহার সকল নামে সকল শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহাও শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস হইতে জানা যায়। "দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। রাজসূয়াশ্ব-মেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্টা হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥ ১১।১৯৬॥" দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে এবং দেবতা-সাধু-সেবায় এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞে এবং অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে যে সমস্ত শুভা পাপহারিণী শক্তি আছে, শ্রীহরি সে সমস্ত শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজের নামসমূহে স্থাপন করিয়াছেন।"

বিশেষত্ব। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভগবানের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান-ফলদাতৃত্ব। ইহা হইল নামের সামান্য-মাহাত্ম্য (অর্থাৎ যে মাহাত্ম্য সমানভাবে সকল নামেরই আছে, তাহা)। কোনও কোনও নামের উল্লিখিত সামান্য মাহাত্ম্য তো আছেই, তদতিরিক্ত বিশেষ মাহাত্ম্যও কিছু আছে। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের সচ্চিদানন্দত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্বাদি যেমন সামান্য লক্ষণ, আবার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আধিক্য যেমন শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের বিশেষত্ব—তদ্রূপ। দুই পদ, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, এক নাসা—এসমস্ত যেমন সকল মানুষের আছে; সুতরাং ইহারা যেমন সকল মানুষেরই সামান্য লক্ষণ; তদ্রূপ পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিসমূহও সকল নামেরই আছে, সুতরাং তাহারা হইল সকল নামের সামান্য-মাহাত্ম্যসূচক। আবার মানুষের মধ্যে কাহারও কাহারও যেমন গৌরবর্ণাদি, সৌন্দর্য্যাদি, বিদ্যাবত্ত্বাদি বিশেষ লক্ষণ আছে, তদ্রূপ ভগবানের কোনও কোনও নামেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে; তাই পদ্মপুরাণ বলেন—মহাভারতোক্ত বিষ্ণুর সহস্রনাম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার মাত্র রাম-নাম উচ্চারণ করিলেও সেই ফল হয়। "রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৭২।৩৩৫॥" এস্থলে রাম-নামের একটা বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন—বিষ্ণু-সহস্রনাম তিনবার (অর্থাৎ রামনাম তিনবার) পাঠ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ

করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়। "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎফলম্। একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি। হ, ভ, বি, ১১।২৫৮-ধৃত ॥" ইহাতে রামনাম অপেক্ষাও কৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য জানা গেল।

উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব সূচক শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি তৎফলম্ ॥—শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি যে কোনও নামের—(গোপাল, বনমালী, গোবর্দ্ধনধারী ইত্যাদি যে কোনও নামের) একবার উচ্চারণ করিলেই (বিষ্ণুসহস্রনামের তিনবার উচ্চারণের ফল পাওয়া যায়)। শ্রীকৃষ্ণনামের এতাদৃশ বিশেষত্বের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী (৬।১৬।৪৪।) শ্লোকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ বলা হইয়াছে। "শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি। কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ ॥ ১১।২৫৭ ॥—শ্রীশ্রীভগবানের নাম-সকলের মাহাত্ম্য সমান হইলেও কৃষ্ণাবতারের (কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি নামসমূহের) কোনওরূপ বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যস্য সাম্যেপি কিঞ্চিদ্ বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিন্নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। ননু চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বোঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কঞ্চিদ্‌বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্ত্বয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্য ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারিত্বেঽপি সাক্ষাদ্‌ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্‌বিশেষো দর্শিতস্তদ্‌বদিতি অর্থঃ। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈর্ব্ব্যাখ্যাতম্। শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিশেষতো নিরূপিতমস্ত্যেব। পূর্ব্বং বহুবিধকামোপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকাম-সিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নাম-বিশেষমাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষ-মাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥"—এই টীকার স্থূল-তাৎপর্য্য এইরূপ। "সকল ভগবন্নামের সামান্য মাহাত্ম্যের কথা লিখিয়া কোনও কোনও নামের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা এক্ষণে দৃষ্টান্তদ্বারা (পূর্ব্বোল্লিখিত রামনামের এবং কৃষ্ণনামের দৃষ্টান্তদ্বারা) দেখান হইতেছে। চিন্তামণির ন্যায় সকল নামের সমান শক্তি থাকিলেও কোনও কোনও নামের কিছু বিশেষত্বও আছে। রাম-নৃসিংহাদিও ভগবান্; শ্রীকৃষ্ণও ভগবান্; এই হিসাবে তাঁহাদের সমতা আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্—শ্রীকৃষ্ণের এই বিশেষত্বও আছে। শ্রীধরস্বামীও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন; বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডেও এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। যাহারা কামোপহতচিত্ত, তাহাদের বিবিধ বাসনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে নাম-বিশেষের মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বফল-সিদ্ধির উপায় স্বরূপ নামবিশেষের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইতেছে।"

শ্রীপাদসনাতনের উক্তি হইতে মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া রাম-নৃসিংহাদি অন্যভগবৎ-স্বরূপ হইতে যেমন তাঁহার একটা বিশেষত্ব আছে, অন্যভগবৎ-স্বরূপের নাম হইতেও তেমনি তাঁহার নামেরও একটা বিশেষ মাহাত্ম্য থাকিবে। ইহাতে আরও মনে হয়, যে নাম বা যে নামসকল যে ভগবৎ-স্বরূপের বাচক, সেই নামের বা সেই নামসকলের মহিমাদি এবং মাধুর্য্যাদিও সেই ভগবৎ-স্বরূপের মহিমাদির এবং সেই ভগবৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত মাধুর্য্যাদির অনুরূপই হইবে; এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে কোনও একস্বরূপের মধ্যে অন্যান্য স্বরূপ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে, তাঁহার নামসমূহের মাহাত্ম্যাদির মধ্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য থাকিবে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত শক্তির, সমগ্র সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহার নাম-সমূহেরও সমস্ত বিষয়ে ফলদানের শক্তি থাকিবে এবং তাঁহার নাম-সমূহের মাধুর্য্যাদিও সর্ব্বাতিশায়ী হইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-নামসমূহের-বৈশিষ্ট্য।

উক্ত আলোচনা হইতে আরও বুঝা যায়, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপেরও মুক্তিদানের ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদের নামেরও মুক্তিদানের ক্ষমতা আছে। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রেমদানের ক্ষমতা নাই বলিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামেরই (স্বয়ংভগবানের যে কোনও নামেরই) প্রেমদানের ক্ষমতা আছে। ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধে ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের চরমতম বৈশিষ্ট্য।

ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা উভয়ই স্বয়ংভগবানের লীলা বলিয়া এই দুই লীলাতে তাঁহার যে যে নাম প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমস্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম। এই সমস্ত নামেরই প্রেমদান-শক্তিত্ব এবং সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য সর্ব্বজন-সম্মত। "এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার। অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ১।৮।২২—২৪॥ অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্য নাম যেই লয়। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয়॥ ১।৮।১৯॥" এই গেল নামের প্রেমদাতৃত্বের প্রমাণ। মাধুর্য্যের প্রমাণও বর্ত্তমান। "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে, কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্। চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্, নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণমৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ গৌরনাম, অমিয়ধাম, পীরিতি মূরতি গাঁথা॥"

শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্বার্থদ। গীতা বলেন—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রণব (৯।১৭)। শ্রুতি বলেন প্রণবকে (সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে) জানিতে পারিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা পাইতে পারেন (কঠ ১।২।১৬)। তাঁহাকে জানিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্। কঠ ১।২।১৭।"; পাতঞ্জল দর্শন বলেন-"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। সমাধিপাদ। ২৭।" সুতরাং প্রণবের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) নামই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই পাইতে পারেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন নানাভাবের সাধকের নিকটে "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৯।১৪১॥ একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি॥ শ্রুতি॥" তদ্রূপ, তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার নামও স্বীয় একই রূপে (একই শ্রীকৃষ্ণনামেই) বিভিন্ন ভাবের সাধকের বিভিন্ন অভীষ্ট উপস্থিত করিতে পারেন। তাই কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, এসকল বিভিন্ন পন্থার সাধকগণ যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতেই তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবেন। "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানা মিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ শ্রীভা, ২।১।১১॥"-শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভাগবত স্পষ্টাক্ষরেই তাহা বলিয়াছেন (১।১৭।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞান মার্গের সাধনে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই নামকীর্ত্তনের মুখ্য ফল নহে; মুখ্য ফল হইতেছে পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম। এই প্রেমও যে কৃষ্ণনামের কৃপাতেই পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তৃণাদপি সুনীচ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিত্তে অপরাধ থাকে, সে পর্য্যন্ত নাম কীর্ত্তন করিলেও প্রেম পাওয়া যায়না। যাহাতে অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে এবং চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, তদনুকূলভাবে নামকীর্ত্তনের বিধান শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জানাইয়া গিয়াছেন। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (১।১৭।২৩—২৭ পয়ারের টীকায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।